উপজেলা বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, পরিদশন ও নিয়ন্ত্রণ কমিটির সভার কাযবিবরনীঃ

স্থানঃ উপজেলা পরিষদ মিলনায়াতন
তারিখঃ ২৩/০৬/২০২১
সময়ঃ বেলা ১১.০০ টা

ক্রমিক নং-	নাম	পদবী	স্বাক্ষর
০১	জনাব খাদিজা আক্তার	সভাপতি	স্বাক্ষরিত/-
০২	জনাব আতাউর রহমান নেকী	সদস্য	স্বাক্ষরিত/-
০৩	জনাব আবুল খায়ের মোহাম্মদ আলী (খোকন)	সদস্য	স্বাক্ষরিত/-
০৪	জনাব সহিদ মোঃ লিটন	সদস্য	স্বাক্ষরিত/-
০৫	জনাব মিজানুর রহমান প্রধান	সদস্য	স্বাক্ষরিত/-
০৬	জনাব সন্ধ্যা রাণী সরকার	সদস্য সচিব	স্বাক্ষরিত/-

অদ্যকার সভায় কমিটির সভাপতি খাদিজা আক্তার, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, গজারিয়া উপজেলা পরিষদ এর সভাপতিত্বে আরম্ভ করা হয়।

দ্রব্যমূল্য সংক্রান্ত ঃ

আলোচনা ঃ

সভায় সভাপতি সাহেব জানান যে, কমিটির পর্যবেক্ষণ মোতাবেক দেখা যায়-

খুচরা বাজারে প্রতি কেজি ৫০-৫৫ টাকার নিচে তেমন কোনো কাঁচাপণ্যই পাওয়া যাচ্ছে না। ইদানিং অস্বাভাবিক হারে সবজিপণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় অস্বস্তিতে রয়েছেন ক্রেতারা।

কোনো ভাবেই যেনো স্থিতিশীল হচ্ছে না কাঁচা বাজার। একেক দিনে একেক পণ্যের দাম বেড়েই যাচ্ছে।

সবজির বাজারঃ আলু (সাদা) ২০ থেকে ২৫ টাকা, বেগুন ৫৫ থেকে ৬০ টাকা, মিষ্টিকুমড়া ৪৫ থেকে ৫০ টাকা, শসা ৫০ থেকে ৫৫ টাকা, ঝিংগা ৪৫ থেকে ৫০ টাকা, কাঁচা পেঁপে ৪০ থেকে ৪৫ টাকা, কচুমুখি ৫০ থেকে ৫৫ টাকা, কচুর লতি ৪৫ থেকে ৫০ টাকা, ধুন্দল ৪০ থেকে ৪৫ টাকা, চিচিংগা ৪৫ থেকে ৫৫ টাকা, ঢেরস ৪০ থেকে ৪৫ টাকা, টমেটো ৪০ টাকা ৪৫ টাকা, করলা ৪০ থেকে ৪৫ টাকা ও প্রতিটি লাউ ৪০ থেকে ৪৫ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

মশলার বাজার ঃ প্রতি কেজি পেঁয়াজ (দেশী) ৪০ থেকে ৪৫ টাকা, আমদানিকৃত ৩৫ থেকে ৪০ টাকা, রসুন (দেশী) ৭০ থেকে ৭৫ টাকা, আমদানিকৃত ৭৫ থেকে ৮০ টাকা, শুকনামরিচ ১৬৫ থেকে ১৭০ টাকা, আমদানিকৃত আদা ৯৫ থেকে ১১০ টাকা।

চালের বাজার ঃ চালের বাজার পূবের তুলনায় একটু বেশী আছে। প্রতি কেজি মোটা চাল বিক্রি হচ্ছে ৫০ থেকে ৫৫ টাকা, মিনিকেট ৭০ থেকে ৭৫ টাকা, বিআর২৮ ৬০ থেকে ৬৫ টাকা, নাজিরসাইল ৭৫ থেকে ৮০ টাকা। খোলা বাজারে প্রতি কেজি আটার মূল্য ৩৫ থেকে ৪০ টাকা। ডালের বাজার মুশুরের ডাল ১৩৫ থেকে ১৪০ টাকা, বিদেশী ১১৫ থেকে ১২০ টাকা, খেশারী ৪৫ থেকে ৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

তেলের বাজার ঃ সয়াবিন ১১৫ থেকে ১২০ টাকা, পাম ওয়েল ৯৫ থেকে ১০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

মাছের বাজার ঃ বাজার ঘুরে দেখা যায়, দেশি রুই ও কাতল (এক থেকে দুই কেজি) ৩০০ থেকে ৩২০ টাকা, পাংগাস (চাষকৃত) এক থেকে দুই কেজি ১৫০ টাকা থেকে ১৫৫ টাকা, সিলভার কার্প (এক থেকে তিন কেজি) ১৩৫ থেকে ১৪০ টাকা, কৈ (চাষ) ১৫৫ থেকে ১৬০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

মাংস ও ডিমের বাজার ঃ মাংসের এবং ডিমের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে।

কেজি প্রতি গরুর মাংস ৬০০ থেকে ৬৫০ টাকা, মুরগি (দেশি) ৩৫৫ থেকে ৩৬০ টাকা, ব্রয়লার ১৫৫ থেকে ১৬০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

ফার্ম (লাল) ডিম প্রতি হালি ৪০ থেকে ৪৫ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ নিয়মিত বাজার মনিটরিং করা হবে। তবে সেটা অত্র কমিটির সকল সদস্যগন পারস্পরিক সমযোতার মাধ্যমে যে যেমন ভাবে পারে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঃ কমিটির সকল সদস্য পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে পালাক্রমে।

কৃত্রিম সংকট ও মজুতদারী সংক্রান্ত ঃ

আলোচনা ঃ

অদ্যকার সভায় কমিটির সদস্য জনাব মোঃ আতাউর রহমান নেকী ও সভাপতি জনাব খাদিজা আক্তার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান জানান গজারিয়া উপজেলায় কোন বাজারে তেমন কৃত্রিম সংকট নেই। বাজার সংশ্লিষ্টরা যাতে ভবিষ্যতে কৃত্রিম সংকট করতে না পারে এ ব্যাপারে সক্রিয়তার বিষয়ে সহমত পোষন করেন।

সিদ্ধান্তঃ কৃত্রিম সংকট ও মজুতদারি বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়ার সাথে সাথে উপজেলা পরিষদকে জানানো হবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঃ কমিটির সভাপতি মহোদয়।

ভোক্তা অধিকার আইন সংক্রান্ত

আলোচনাঃ

সভায় কমিটির সদস্য সচিব জনাব সন্ধ্যা রাণী সরকার, উপজেলা সমবায় অফিসার বলেন যে, জনগন ভোক্তা অধিকার আইন বিষয়ে তেমন জানেন না এবং সচেতন নয়। সেজন্য এ বিষয়ে যাতে জনগন জানতে পারে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহনের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় এ আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলি ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ ভোক্তা অধিকার আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলো ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য উপজেলা পরিষদকে অনুরোধ করা হল।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঃ কমিটির সভাপতি মহোদয়।

টোল সংক্রান্ত সাইন বোর্ড এর বিষয়ে আলোচনা

আলোচনা ঃ

অত্র কমিটির সভাপতি জনাব খাদিজা আক্তার জানান যে, অত্র উপজেলার কোন বাজারে টোল সংক্রান্ত কোন তালিকা সাইন বোর্ড দৃশ্যমান জায়গায় ঝুলানো হয়নি। এ বিষয়ে আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় ইজারাদার যেন দৃশ্যমান জায়গায় টোল সংক্রান্ত সাইনবোর্ড টানিয়ে রেখে। এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য উপজেলা পরিষদকে অনুরোধ করা হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ দর্শনীয় স্থানে ইজারাদারগন টোলসংক্রান্ত বিল বোর্ড স্থাপন করেন এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য উপজেলা পরিষদকে অনুরোধ করা হবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঃ কমিটির সভাপতি মহোদয়।

আজকের সভায় আর কোন বিষয়ে আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

সভাপতি

উপজেলা বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, পরিদশন ও নিয়ন্ত্রণ কমিটির সভার কাযবিবরনীঃ

স্থানঃ উপজেলা পরিষদ মিলনায়াতন
তারিখঃ ৩০/০৮/২০২১
সময়ঃ বেলা ১১.০০ টা

ক্রমিক নং-	নাম	পদবী	স্বাক্ষর
০১	জনাব খাদিজা আক্তার	সভাপতি	স্বাক্ষরিত/-
০২	জনাব আতাউর রহমান নেকী	সদস্য	স্বাক্ষরিত/-
০৩	জনাব আবুল খায়ের মোহাম্মদ আলী (খোকন)	সদস্য	স্বাক্ষরিত/-
০৪	জনাব সহিদ মোঃ লিটন	সদস্য	স্বাক্ষরিত/-
০৫	জনাব মিজানুর রহমান প্রধান	সদস্য	স্বাক্ষরিত/-
০৬	জনাব সন্ধ্যা রাণী সরকার	সদস্য সচিব	স্বাক্ষরিত/-

অদ্যকার সভায় কমিটির সভাপতি খাদিজা আক্তার, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, গজারিয়া উপজেলা পরিষদ এর সভাপতিত্বে আরম্ভ করা হয়।

দ্রব্যমূল্য সংক্রান্ত ঃ

আলোচনা ঃ

সভায় সভাপতি সাহেব জানান যে, কমিটির পর্যবেক্ষণ মোতাবেক দেখা যায়-

খুচরা বাজারে প্রতি কেজি ৫৫-৬০ টাকার নিচে তেমন কোনো কাঁচাপণ্যই পাওয়া যাচ্ছে না। ইদানিং অস্বাভাবিক হারে সবজিপণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় অস্বস্তিতে রয়েছেন ক্রেতারা।

কোনো ভাবেই যেনো স্থিতিশীল হচ্ছে না কাঁচা বাজার। একেক দিনে একেক পণ্যের দাম বেড়েই যাচ্ছে।

সবজির বাজারঃ আলু (সাদা) ২৫ থেকে ৩০ টাকা, বেগুন ৬০ থেকে ৬৫ টাকা, মিষ্টিকুমড়া ৫০ থেকে ৫৫ টাকা, শসা ৫৫ থেকে ৬০ টাকা, ঝিংগা ৪৫ থেকে ৫০ টাকা, কাঁচা পেঁপে ৪৫ থেকে ৫০ টাকা, কচুমুখি ৫০ থেকে ৫৫ টাকা, কচুর লতি ৫০ থেকে ৫৫ টাকা, ধুন্দল ৪০ থেকে ৪৫ টাকা, চিচিংগা ৫০ থেকে ৫৫ টাকা, ঢেরস ৪০ থেকে ৪৫ টাকা, টমেটো ৬০ টাকা থেকে ৬৫ টাকা, করলা ৫০ থেকে ৫৫ টাকা ও প্রতিটি লাউ ৪৫ টাকা থেকে ৫০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

মশলার বাজার ঃ প্রতি কেজি পেঁয়াজ (দেশী) ৪৫ থেকে ৫০ টাকা, আমদানিকৃত ৪০ থেকে ৪৫ টাকা, রসুন (দেশী) ৭০ থেকে ৭৫ টাকা, আমদানিকৃত ৮৫ থেকে ৯০ টাকা, শুকনামরিচ ১৭০ থেকে ১৭৫ টাকা, আমদানিকৃত আদা ১০০ থেকে ১১০ টাকা।

চালের বাজার ঃ চালের বাজার পূবের তুলনায় একটু বেশী আছে। প্রতি কেজি মোটা চাল বিক্রি হচ্ছে ৫৫ থেকে ৬০ টাকা, মিনিকেট ৭৫ থেকে ৮০ টাকা, বিআর২৮ ৬৫ থেকে ৭০ টাকা, নাজিরসাইল ৮০ থেকে ৮৫ টাকা। খোলা বাজারে প্রতি কেজি আটার মূল্য ৪০ থেকে ৪২ টাকা। ডালের বাজার মুশুরের ডাল ১৪০ থেকে ১৪৫ টাকা, বিদেশী ১১৫ থেকে ১২০ টাকা, খেশারী ৫০ থেকে ৫৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

তেলের বাজার ঃ সয়াবিন ১২০ থেকে ১২৫ টাকা, পাম ওয়েল ১০০ থেকে ১১০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

মাছের বাজার ঃ বাজার ঘুরে দেখা যায়, দেশি রুই ও কাতল (এক থেকে দুই কেজি) ৩১০ থেকে ৩৩০ টাকা, পাংগাস (চাষকৃত) এক থেকে দুই কেজি ১৫০ টাকা থেকে ১৫৫ টাকা, সিলভার কার্প (এক থেকে তিন কেজি) ১৪০ থেকে ১৪৫ টাকা, কৈ (চাষ) ১৬০ থেকে ১৬৫ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

মাংস ও ডিমের বাজার ঃ মাংসের এবং ডিমের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে।
কেজি প্রতি গরুর মাংস ৬০০ থেকে ৬৫০ টাকা, মুরগি (দেশি) ৩৫০ থেকে ৩৫৫ টাকা, ব্রয়লার ১৫০ থেকে ১৬০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।
ফার্ম সোনালী ডিম প্রতি হালি ৪০ থেকে ৪২ টাকায় বিক্রি হয়েছে।
সিদ্ধান্ত ঃ নিয়মিত বাজার মনিটরিং করা হবে। তবে সেটা অত্র কমিটির সকল সদস্যগন পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে যে যেমন ভাবে পারে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঃ কমিটির সকল সদস্য পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে পালাক্রমে।

কৃত্রিম সংকট ও মজুতদারী সংক্রান্ত ঃ
আলোচনা ঃ
অদ্যকার সভায় কমিটির সদস্য জনাব মোঃ আতাউর রহমান নেকী ও সভাপতি জনাব খাদিজা আক্তার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান জানান গজারিয়া উপজেলায় কোন বাজারে তেমন কৃত্রিম সংকট নেই। বাজার সংশ্লিষ্টরা যাতে ভবিষ্যতে কৃত্রিম সংকট করতে না পারে এ ব্যাপারে সক্রিয়তার বিষয়ে সহমত পোষন করেন।
সিদ্ধান্ত ঃ কৃত্রিম সংকট ও মজুতদারি বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়ার সাথে সাথে উপজেলা পরিষদকে জানানো হবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঃ কমিটির সভাপতি মহোদয়।

ভোক্তা অধিকার আইন সংক্রান্ত
আলোচনাঃ
সভায় কমিটির সদস্য সচিব জনাব সন্ধ্যা রাণী সরকার, উপজেলা সমবায় অফিসার বলেন যে, জনগন ভোক্তা অধিকার আইন বিষয়ে তেমন জানেন না এবং সচেতন নয়। সেজন্য এ বিষয়ে যাতে জনগন জানতে পারে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহনের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় এ আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলি ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।
সিদ্ধান্ত ঃ ভোক্তা অধিকার আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলো ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য উপজেলা পরিষদকে অনুরোধ করা হল।
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঃ কমিটির সভাপতি মহোদয়।

টোল সংক্রান্ত সাইন বোর্ড এর বিষয়ে আলোচনা
আলোচনা ঃ
অত্র কমিটির সভাপতি জনাব খাদিজা আক্তার জানান যে, অত্র উপজেলার কোন বাজারে টোল সংক্রান্ত কোন তালিকা, সাইন বোর্ড দৃশ্যমান জায়গায় ঝুলানো হয়নি। এ বিষয়ে আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় ইজারাদার যেন দৃশ্যমান জায়গায় টোলসংক্রান্ত সাইনবোর্ড টানিয়ে দেয়। এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য উপজেলা পরিষদকে অনুরোধ করা হবে।
সিদ্ধান্ত ঃ দৃশ্যমান স্থানে ইজারাদারগন টোলসংক্রান্ত বিল বোর্ড স্থাপন করেন এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য উপজেলা পরিষদকে অনুরোধ করা হবে।
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঃ কমিটির সভাপতি মহোদয়।
আজকের সভায় আর কোন বিষয়ে আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

সভাপতি

উপজেলা বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, পরিদশন ও নিয়ন্ত্রণ কমিটির সভার কাযবিবরনীঃ

স্থানঃ উপজেলা পরিষদ মিলনায়াতন
তারিখঃ ২৭/১০/২০২১
সময়ঃ বেলা ১১.০০ টা

ক্রমিক নং-	নাম	পদবী	স্বাক্ষর
০১	জনাব খাদিজা আক্তার	সভাপতি	স্বাক্ষরিত/-
০২	জনাব আতাউর রহমান নেকী	সদস্য	স্বাক্ষরিত/-
০৩	জনাব আবুল খায়ের মোহাম্মদ আলী (খোকন)	সদস্য	স্বাক্ষরিত/-
০৪	জনাব সহিদ মোঃ লিটন	সদস্য	স্বাক্ষরিত/-
০৫	জনাব মিজানুর রহমান প্রধান	সদস্য	স্বাক্ষরিত/-
০৬	জনাব সন্ধ্যা রাণী সরকার	সদস্য সচিব	স্বাক্ষরিত/-

অদ্যকার সভায় কমিটির সভাপতি খাদিজা আক্তার, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, গজারিয়া উপজেলা পরিষদ এর সভাপতিত্বে আরম্ভ করা হয়।

দ্রব্যমুল্য সংক্রান্ত ঃ

আলোচনা ঃ

সভায় সভাপতি সাহেব জানান যে, কমিটির পর্যবেক্ষণ মোতাবেক দেখা যায়-

খুচরা বাজারে প্রতি কেজি ৫০-৬০ টাকার নিচে তেমন কোনো কাঁচাপণ্যই পাওয়া যাচ্ছে না। ইদানিং অস্বাভাবিক হারে সবজিপণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় অস্বস্তিতে রয়েছেন ক্রেতারা।

কোনো ভাবেই যেনো স্থিতিশীল হচ্ছে না কাঁচা বাজার। একেক দিনে একেক পণ্যের দাম বেড়েই যাচ্ছে।

সবজির বাজারঃ আলু (সাদা) ২০ থেকে ২৫ টাকা, বেগুন ৫৫ থেকে ৬০ টাকা, মিষ্টিকুমড়া ৫০ থেকে ৫৫ টাকা, শসা ৫০ থেকে ৫৫ টাকা, ঝিংগা ৪০ থেকে ৫০ টাকা, কাঁচা পেঁপে ৪০ থেকে ৪৫ টাকা, কচুমুখি ৪৫ থেকে ৫০ টাকা, কচুর লতি ৪৫ থেকে ৫০ টাকা, ধুন্দল ৩৫ থেকে ৪০ টাকা, চিচিংগা ৪৫ থেকে ৫০ টাকা, ঢেরস ৩৫ থেকে ৪০ টাকা, টমেটো ৫৫ টাকা থেকে ৬০ টাকা, করলা ৪৫ থেকে ৫০ টাকা ও প্রতিটি লাউ ৪০ টাকা থেকে ৫০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

মশলার বাজার ঃ প্রতি কেজি পেঁয়াজ (দেশী) ৪০ থেকে ৫০ টাকা, আমদানিকৃত ৩৫ থেকে ৪০ টাকা, রসুন (দেশী) ৬৫ থেকে ৭০ টাকা, আমদানিকৃত ৮০ থেকে ৮৫ টাকা, শুকনামরিচ ১৬৫ থেকে ১৭০ টাকা, আমদানিকৃত আদা ৯৫থেকে ১০০ টাকা।

চালের বাজার ঃ চালের বাজার পূবের তুলনায় একটু বেশী আছে। প্রতি কেজি মোটা চাল বিক্রি হচ্ছে ৫০ থেকে ৫৫ টাকা, মিনিকেট ৭০ থেকে ৭৫ টাকা, বিআর২৮ ৬০ থেকে ৬৫ টাকা, নাজিরসাইল ৭৫ থেকে ৮০ টাকা। খোলা বাজারে প্রতি কেজি আটার মূল্য ৩৫ থেকে ৪০ টাকা। ডালের বাজার মুশুরের ডাল ১৩৫ থেকে ১৪০ টাকা, বিদেশী ১১০ থেকে ১২০ টাকা, খেশারী ৪৫ থেকে ৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

তেলের বাজার ঃ সয়াবিন ১১০ থেকে ১১৫ টাকা, পাম ওয়েল ৯৫ থেকে ১০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

মাছের বাজার ঃ বাজার ঘুরে দেখা যায়, দেশি রুই ও কাতল (এক থেকে দুই কেজি) ৩০০ থেকে ৩১০ টাকা, পাংগাস (চাষকৃত) এক থেকে দুই কেজি ১৪৫ টাকা থেকে ১৫০ টাকা, সিলভার কার্প (এক থেকে তিন কেজি) ১৩৫ থেকে ১৪০ টাকা, কৈ (চাষ) ১৫৫ থেকে ১৬০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

মাংস ও ডিমের বাজার ঃ মাংসের এবং ডিমের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে।
কেজি প্রতি গরুর মাংস ৬০০ থেকে ৬৫০ টাকা, মুরগি (দেশি) ৩৫০ থেকে ৩৬০ টাকা, ব্রয়লার ১৫০ থেকে ১৬০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।
ফার্ম (লাল) ডিম প্রতি হালি ৩৮ থেকে ৪০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।
সিদ্ধান্ত ঃ নিয়মিত বাজার মনিটরিং করা হবে। তবে সেটা অত্র কমিটির সকল সদস্যগন পারস্পরিক সমযোতার মাধ্যমে যে যেমন ভাবে পারে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঃ কমিটির সকল সদস্য পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে পালাক্রমে।

কৃত্রিম সংকট ও মজুতদারী সংক্রান্ত ঃ

আলোচনা ঃ

অদ্যকার সভায় কমিটির সদস্য জনাব মোঃ আতাউর রহমান নেকী ও সভাপতি জনাব খাদিজা আক্তার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান জানান গজারিয়া উপজেলায় কোন বাজারে তেমন কৃত্রিম সংকট নেই। বাজার সংশ্লিষ্টরা যাতে ভবিষ্যতে কৃত্রিম সংকট করতে না পারে এ ব্যাপারে সক্রিয়তার বিষয়ে সহমত পোষন করেন।
সিদ্ধান্তঃ কৃত্রিম সংকট ও মজুতদারি বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়ার সাথে সাথে উপজেলা পরিষদকে জানানো হবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঃ কমিটির সভাপতি মহোদয়।

ভোক্তা অধিকার আইন সংক্রান্ত

আলোচনাঃ

সভায় কমিটির সদস্য সচিব জনাব সন্ধ্যা রাণী সরকার, উপজেলা সমবায় অফিসার বলেন যে, জনগন ভোক্তা অধিকার আইন বিষয়ে তেমন জানেন না এবং সচেতন নয়। সেজন্য এ বিষয়ে যাতে জনগন জানতে পারে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহনের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় এ আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলি ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।
সিদ্ধান্ত ঃ ভোক্তা অধিকার আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলো ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য উপজেলা পরিষদকে অনুরোধ করা হল।
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঃ কমিটির সভাপতি মহোদয়।

টোল সংক্রান্ত সাইন বোর্ড এর বিষয়ে আলোচনা

আলোচনা ঃ

অত্র কমিটির সভাপতি জনাব খাদিজা আক্তার জানান যে, অত্র উপজেলার কোন বাজারে টোল সংক্রান্ত কোন তালিকা, সাইন বোর্ড দৃশ্যমান জায়গায় ঝুলানো হয়নি। এ বিষয়ে আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় ইজারাদার যেন দৃশ্যমান জায়গায় টোলসংক্রান্ত সাইনবোর্ড টানিয়ে দেয়। এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য উপজেলা পরিষদকে অনুরোধ করা হবে।
সিদ্ধান্ত ঃ দর্শনীয় স্থানে ইজারাদারগন টোলসংক্রান্ত বিল বোর্ড স্থাপন করেন এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য উপজেলা পরিষদকে অনুরোধ করা হবে।
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঃ কমিটির সভাপতি মহোদয়।
আজকের সভায় আর কোন বিষয়ে আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

সভাপতি

উপজেলা বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, পরিদশন ও নিয়ন্ত্রণ কমিটির সভার কাযবিবরনীঃ

স্থানঃ উপজেলা পরিষদ মিলনায়াতন
তারিখঃ ২৮/১২/২০২১
সময়ঃ বেলা ১১.০০ টা

ক্রমিক নং-	নাম	পদবী	স্বাক্ষর
০১	জনাব খাদিজা আক্তার	সভাপতি	স্বাক্ষরিত/-
০২	জনাব আতাউর রহমান নেকী	সদস্য	স্বাক্ষরিত/-
০৩	জনাব আবুল খায়ের মোহাম্মদ আলী (খোকন)	সদস্য	স্বাক্ষরিত/-
০৪	জনাব সহিদ মোঃ লিটন	সদস্য	স্বাক্ষরিত/-
০৫	জনাব মিজানুর রহমান প্রধান	সদস্য	স্বাক্ষরিত/-
০৬	জনাব আবুল কালাম মোহাম্মদ মাহবুবউল্লাহ	সদস্য সচিব	স্বাক্ষরিত/-

অদ্যকার সভায় কমিটির সভাপতি খাদিজা আক্তার, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, গজারিয়া উপজেলা পরিষদ এর সভাপতিত্বে আরম্ভ করা হয়।

দ্রব্যমূল্য সংক্রান্ত ঃ

আলোচনা ঃ

সভায় সভাপতি সাহেব জানান যে, কমিটির পর্যবেক্ষণ মোতাবেক দেখা যায়-

খুচরা বাজারে প্রতি কেজি ৪৫-৫০ টাকার নিচে তেমন কোনো কাঁচাপণ্যই পাওয়া যাচ্ছে না। ইদানিং অস্বাভাবিক হারে সবজিপণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় অস্বস্তিতে রয়েছেন ক্রেতারা।

কোনো ভাবেই যেনো স্থিতিশীল হচ্ছে না কাঁচা বাজার। একেক দিনে একেক পণ্যের দাম বেড়েই যাচ্ছে।

সবজির বাজারঃ আলু (সাদা) ২০ থেকে ২৫ টাকা, বেগুন ৫০ থেকে ৫৫ টাকা, মিষ্টিকুমড়া ৪৫ থেকে ৫৫ টাকা, শসা ৪৫ থেকে ৫০ টাকা, ঝিংগা ৪৫ থেকে ৫০ টাকা, কাঁচা পেঁপে ৩৫ থেকে ৪০ টাকা, কচুমুখি ৪০ থেকে ৪৫ টাকা, কচুর লতি ৪০ থেকে ৪৫ টাকা, ধুন্দল ৪০ থেকে ৪৫ টাকা, চিচিংগা ৩৫ থেকে ৪০ টাকা, ঢেরস ৪০ থেকে ৪৫ টাকা, টমেটো ৪৫ টাকা থেকে ৫০ টাকা, করলা ৫০ থেকে ৫৫ টাকা ও প্রতিটি লাউ ৪০ টাকা থেকে ৪৫ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

মশলার বাজার ঃ প্রতি কেজি পেঁয়াজ (দেশী) ৪৫ থেকে ৫০ টাকা, আমদানিকৃত ৪০ থেকে ৪৫ টাকা, রসুন (দেশী) ৭০ থেকে ৭৫ টাকা, আমদানিকৃত ৭৫ থেকে ৮০ টাকা, শুকনামরিচ ১৫৫ থেকে ১৬০ টাকা, আমদানিকৃত আদা ১২০ থেকে ১২৫ টাকা।

চালের বাজার ঃ চালের বাজার পূবের তুলনায় একটু বেশী আছে। প্রতি কেজি মোটা চাল বিক্রি হচ্ছে ৫৫ থেকে ৬০ টাকা, মিনিকেট ৭৫ থেকে ৮০ টাকা, বিআর২৮ ৬৫ থেকে ৭০ টাকা, নাজিরসাইল ৮০ থেকে ৮৫ টাকা। খোলা বাজারে প্রতি কেজি আটার মূল্য ৪০ থেকে ৪৫ টাকা। ডালের বাজার মুশুরের ডাল ১৩০ থেকে ১৩৫ টাকা, বিদেশী ১০৫ থেকে ১১০ টাকা, খেশারী ৫০ থেকে ৫৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

তেলের বাজার ঃ সয়াবিন ১২০ থেকে ১২৫ টাকা, পাম ওয়েল ১০০ থেকে ১১০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

মাছের বাজার ঃ বাজার ঘুরে দেখা যায়, দেশি রুই ও কাতল (এক থেকে দুই কেজি) ৩১০ থেকে ৩২০ টাকা, পাংগাস (চাষকৃত) এক থেকে দুই কেজি ১৫০ টাকা থেকে ১৫৫ টাকা, সিলভার কার্প (এক থেকে তিন কেজি) ১৩০ থেকে ১৪০ টাকা, কৈ (চাষ) ১৫০ থেকে ১৫৫ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

মাংস ও ডিমের বাজার ঃ মাংসের এবং ডিমের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে।
কেজি প্রতি গরুর মাংস ৬০০ থেকে ৬৫০ টাকা, মুরগি (দেশি) ৩৫০ থেকে ৩৬০ টাকা, ব্রয়লার ১৫০ থেকে ১৫৫ টাকায় বিক্রি হয়েছে।
ফার্ম (লাল) ডিম প্রতি হালি ৪০ থেকে ৪২ টাকায় বিক্রি হয়েছে।
সিদ্ধান্ত ঃ নিয়মিত বাজার মনিটরিং করা হবে। তবে সেটা অত্র কমিটির সকল সদস্যগন পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে যে যেমন ভাবে পারে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঃ কমিটির সকল সদস্য পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে পালাক্রমে।

কৃত্রিম সংকট ও মজুতদারী সংক্রান্ত ঃ
আলোচনা ঃ
অদ্যকার সভায় কমিটির সদস্য জনাব মোঃ আতাউর রহমান নেকী ও সভাপতি জনাব খাদিজা আক্তার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান জানান গজারিয়া উপজেলায় কোন বাজারে তেমন কৃত্রিম সংকট নেই। বাজার সংশ্লিষ্টরা যাতে ভবিষ্যতে কৃত্রিম সংকট করতে না পারে এ ব্যাপারে সক্রিয়তার বিষয়ে সহমত পোষন করেন।
সিদ্ধান্তঃ কৃত্রিম সংকট ও মজুতদারি বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়ার সাথে সাথে উপজেলা পরিষদকে জানানো হবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঃ কমিটির সভাপতি মহোদয়।

ভোক্তা অধিকার আইন সংক্রান্ত
আলোচনাঃ
সভায় কমিটির সদস্য সচিব জনাব আবুল কালাম মোহাম্মদ মাহবুবউল্লাহ, উপজেলা সমবায় অফিসার বলেন যে, জনগণ ভোক্তা অধিকার আইন বিষয়ে তেমন জানেন না এবং সচেতন নয়। সেজন্য এ বিষয়ে যাতে জনগন জানতে পারে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহনের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় এ আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলি ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।
সিদ্ধান্ত ঃ ভোক্তা অধিকার আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলো ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য উপজেলা পরিষদকে অনুরোধ করা হ'ল।
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঃ কমিটির সভাপতি মহোদয়।

টোল সংক্রান্ত সাইন বোর্ড এর বিষয়ে আলোচনা
আলোচনা ঃ
অত্র কমিটির সভাপতি জনাব খাদিজা আক্তার জানান যে, অত্র উপজেলার কোন বাজারে টোল সংক্রান্ত কোন তালিকা, সাইন বোর্ড দৃশ্যমান জায়গায় ঝুলানো হয়নি। এ বিষয়ে আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় ইজারাদার যেন দৃশ্যমান জায়গায় টোলসংক্রান্ত সাইনবোর্ড টানিয়ে দেয়। এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য উপজেলা পরিষদকে অনুরোধ করা হবে।
সিদ্ধান্ত ঃ দর্শনীয় স্থানে ইজারাদারগন টোলসংক্রান্ত বিল বোর্ড স্থাপন করেন এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য উপজেলা পরিষদকে অনুরোধ করা হবে।
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঃ কমিটির সভাপতি মহোদয়।
আজকের সভায় আর কোন বিষয়ে আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

Kalai
সভাপতি

উপজেলা বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, পরিদশন ও নিয়ন্ত্রণ কমিটির সভার কাযবিবরনীঃ

স্থানঃ উপজেলা পরিষদ মিলনায়াতন
তারিখঃ ২৪/০২/২০২২
সময়ঃ বেলা ১১.০০ টা

ক্রমিক নং-	নাম	পদবী	স্বাক্ষর
০১	জনাব খাদিজা আক্তার	সভাপতি	স্বাক্ষরিত/-
০২	জনাব আতাউর রহমান নেকী	সদস্য	স্বাক্ষরিত/-
০৩	জনাব আবুল খায়ের মোহাম্মদ আলী (খোকন)	সদস্য	স্বাক্ষরিত/-
০৪	জনাব সহিদ মোঃ লিটন	সদস্য	স্বাক্ষরিত/-
০৫	জনাব মিজানুর রহমান প্রধান	সদস্য	স্বাক্ষরিত/-
০৬	জনাব আবুল কালাম মোহাম্মদ মাহবুবউল্লাহ	সদস্য সচিব	স্বাক্ষরিত/-

অদ্যকার সভায় কমিটির সভাপতি খাদিজা আক্তার, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, গজারিয়া উপজেলা পরিষদ এর সভাপতিত্বে আরম্ভ করা হয়।

দ্রব্যমুল্য সংক্রান্ত ঃ

আলোচনা ঃ

সভায় সভাপতি সাহেব জানান যে, কমিটির পর্যবেক্ষণ মোতাবেক দেখা যায়-

খুচরা বাজারে প্রতি কেজি ৪৫-৫০ টাকার নিচে তেমন কোনো কাঁচাপণ্যই পাওয়া যাচ্ছে না। ইদানিং অস্বাভাবিক হারে সবজিপণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় অস্বস্তিতে রয়েছেন ক্রেতারা।

কোনো ভাবেই যেনো স্থিতিশীল হচ্ছে না কাঁচা বাজার। একেক দিনে একেক পণ্যের দাম বেড়েই যাচ্ছে।

সবজির বাজারঃ আলু (সাদা) ২০ থেকে ২৫ টাকা, বেগুন ৫৫ থেকে ৬০ টাকা, মিষ্টিকুমড়া ৫০ থেকে ৫৫ টাকা, শসা ৫৫ থেকে ৬০ টাকা, ঝিংগা ৪৫ থেকে ৫০ টাকা, কাঁচা পেঁপে ৩৫ থেকে ৪০ টাকা, কচুমুখি ৪৫ থেকে ৫০টাকা, কচুর লতি ৪০ থেকে ৪৫ টাকা, ধুন্দল ৫০ থেকে ৫৫ টাকা, চিচিংগা ৩৫ থেকে ৪০ টাকা, ঢেরস ৩৫ থেকে ৪০ টাকা, টমেটো ৫০ টাকা থেকে ৫৫ টাকা, করলা ৫০ থেকে ৫৫ টাকা ও প্রতিটি লাউ ৫০ টাকা থেকে ৬০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

মশলার বাজার ঃ প্রতি কেজি পেঁয়াজ (দেশী) ৫০ থেকে ৫৫ টাকা, আমদানিকৃত ৪০ থেকে ৪৫ টাকা, রসুন (দেশী) ৬৫ থেকে ৭০ টাকা, আমদানিকৃত ৭০ থেকে ৮০ টাকা, শুকনামরিচ ১৬০ থেকে ১৭০ টাকা, আমদানিকৃত আদা ১২৫ থেকে ১৩০ টাকা।

চালের বাজার ঃ চালের বাজার পূবের তুলনায় একটু বেশী আছে। প্রতি কেজি মোটা চাল বিক্রি হচ্ছে ৫৫ থেকে ৬০ টাকা, মিনিকেট ৭৫ থেকে ৮০ টাকা, বিআর২৮ ৬৫ থেকে ৭০ টাকা, নাজিরসাইল ৮০ থেকে ৮৫ টাকা। খোলা বাজারে প্রতি কেজি আটার মূল্য ৪০ থেকে ৪৫ টাকা। ডালের বাজার মুশুরের ডাল ১৩০ থেকে ১৩৫ টাকা, বিদেশী ১০৫ থেকে ১১০ টাকা, খেশারী ৫০ থেকে ৫৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

তেলের বাজার ঃ সয়াবিন ১৩০ থেকে ১৩৫ টাকা, পাম ওয়েল ১১০ থেকে ১২০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

মাছের বাজার ঃ বাজার ঘুরে দেখা যায়, দেশি রুই ও কাতল (এক থেকে দুই কেজি) ৩১০ থেকে ৩২০ টাকা, পাংগাস (চাষকৃত) এক থেকে দুই কেজি ১৫০ টাকা থেকে ১৫৫ টাকা, সিলভার কার্প (এক থেকে তিন কেজি) ১৩০ থেকে ১৪০ টাকা, কৈ (চাষ) ১৫০ থেকে ১৫৫ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

মাংস ও ডিমের বাজার ঃ মাংসের এবং ডিমের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে।

কেজি প্রতি গরুর মাংস ৬০০ থেকে ৬৫০ টাকা, মুরগি (দেশি) ৩৬০ থেকে ৩৭০ টাকা, ব্রয়লার ১৫০ থেকে ১৫৫ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

ফার্ম (লাল) ডিম প্রতি হালি ৩৮ থেকে ৪০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ নিয়মিত বাজার মনিটরিং করা হবে। তবে সেটা অত্র কমিটির সকল সদস্যগন পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে যে যেমন ভাবে পারে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঃ কমিটির সকল সদস্য পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে পালাক্রমে।

কৃত্রিম সংকট ও মজুতদারী সংক্রান্ত ঃ

আলোচনা ঃ

অদ্যকার সভায় কমিটির সদস্য জনাব মোঃ আতাউর রহমান নেকী ও সভাপতি জনাব খাদিজা আক্তার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান জানান গজারিয়া উপজেলায় কোন বাজারে তেমন কৃত্রিম সংকট নেই। বাজার সংশ্লিষ্টরা যাতে ভবিষ্যতে কৃত্রিম সংকট করতে না পারে এ ব্যাপারে সক্রিয়তার বিষয়ে সহমত পোষন করেন।

সিদ্ধান্তঃ কৃত্রিম সংকট ও মজুতদারি বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়ার সাথে সাথে উপজেলা পরিষদকে জানানো হবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঃ কমিটির সভাপতি মহোদয়।

ভোক্তা অধিকার আইন সংক্রান্ত

আলোচনাঃ

সভায় কমিটির সদস্য সচিব জনাব আবুল কালাম মোহাম্মদ মাহবুবউল্লাহ, উপজেলা সমবায় অফিসার বলেন যে, জনগন ভোক্তা অধিকার আইন বিষয়ে তেমন জানেন না এবং সচেতন নয়। সেজন্য এ বিষয়ে যাতে জনগন জানতে পারে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহনের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় এ আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলি ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ ভোক্তা অধিকার আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলো ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য উপজেলা পরিষদকে অনুরোধ করা হ'ল।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঃ কমিটির সভাপতি মহোদয়।

টোল সংক্রান্ত সাইন বোর্ড এর বিষয়ে আলোচনা

আলোচনা ঃ

অত্র কমিটির সভাপতি জনাব খাদিজা আক্তার জানান যে, অত্র উপজেলার কোন বাজারে টোল সংক্রান্ত কোন তালিকা, সাইন বোর্ড দৃশ্যমান জায়গায় ঝুলানো হয়নি। এ বিষয়ে আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় ইজারাদার যেন দৃশ্যমান জায়গায় টোলসংক্রান্ত সাইনবোর্ড টানিয়ে দেয়। এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য উপজেলা পরিষদকে অনুরোধ করা হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ দর্শণীয় স্থানে ইজারাদারগন টোলসংক্রান্ত বিল বোর্ড স্থাপন করেন এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য উপজেলা পরিষদকে অনুরোধ করা হবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঃ কমিটির সভাপতি মহোদয়।

আজকের সভায় আর কোন বিষয়ে আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

সভাপতি

উপজেলা বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, পরিদশন ও নিয়ন্ত্রণ কমিটির সভার কাযবিবরনীঃ

স্থানঃ উপজেলা পরিষদ মিলনায়াতন
তারিখঃ ২৫/০৪/২০২২
সময়ঃ বেলা ১১.০০ টা

ক্রমিক নং-	নাম	পদবী	স্বাক্ষর
০১	জনাব খাদিজা আক্তার	সভাপতি	স্বাক্ষরিত/-
০২	জনাব আতাউর রহমান নেকী	সদস্য	স্বাক্ষরিত/-
০৩	জনাব আবুল খায়ের মোহাম্মদ আলী (খোকন)	সদস্য	স্বাক্ষরিত/-
০৪	জনাব সহিদ মোঃ লিটন	সদস্য	স্বাক্ষরিত/-
০৫	জনাব মিজানুর রহমান প্রধান	সদস্য	স্বাক্ষরিত/-
০৬	জনাব আবুল কালাম মোহাম্মদ মাহবুবউল্লাহ	সদস্য সচিব	স্বাক্ষরিত/-

অদ্যকার সভায় কমিটির সভাপতি খাদিজা আক্তার, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, গজারিয়া উপজেলা পরিষদ এর সভাপতিত্বে আরম্ভ করা হয়।

দ্রব্যমূল্য সংক্রান্ত ঃ

আলোচনা ঃ

সভায় সভাপতি সাহেব জানান যে, কমিটির পর্যবেক্ষণ মোতাবেক দেখা যায়-

খুচরা বাজারে প্রতি কেজি ৫৫-৬০ টাকার নিচে তেমন কোনো কাঁচাপণ্যই পাওয়া যাচ্ছে না। ইদানিং অস্বাভাবিক হারে সবজিপণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় অস্বস্তিতে রয়েছেন ক্রেতারা।

কোনো ভাবেই যেনো স্থিতিশীল হচ্ছে না কাঁচা বাজার। একেক দিনে একেক পণ্যের দাম বেড়েই যাচ্ছে।

সবজির বাজারঃ আলু (সাদা) ২৫ থেকে ৩০ টাকা, বেগুন ৭০ থেকে ৭৫ টাকা, মিষ্টিকুমড়া ৫০ থেকে ৫৫ টাকা, শসা ৬০ থেকে ৬৫ টাকা, ঝিংগা ৫০ থেকে ৫৫ টাকা, কাঁচা পেঁপে ৪০ থেকে ৪৫ টাকা, কচুমুখি ৫০ থেকে ৫৫ টাকা, কচুর লতি ৪৫ থেকে ৫০ টাকা, ধুন্দল ৫০ থেকে ৫৫ টাকা, চিচিংগা ৫৫ থেকে ৬০ টাকা, ঢেরস ৪০ থেকে ৪৫ টাকা, টমেটো ৮০ টাকা থেকে ৮৫ টাকা, করলা ৬০ থেকে ৬৫ টাকা ও প্রতিটি লাউ ৫৫ টাকা থেকে ৬০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

মশলার বাজার ঃ প্রতি কেজি পেঁয়াজ (দেশী) ৫০ থেকে ৫৫ টাকা, আমদানিকৃত ৪০ থেকে ৪৫ টাকা, রসুন (দেশী) ৭০ থেকে ৭৫ টাকা, আমদানিকৃত ৮৫ থেকে ৮৫ টাকা, শুকনামরিচ ১৬৫ থেকে ১৭০ টাকা, আমদানিকৃত আদা ১১০ থেকে ১২০ টাকা।

চালের বাজার ঃ চালের বাজার পূবের তুলনায় একটু বেশী আছে। প্রতি কেজি মোটা চাল বিক্রি হচ্ছে ৫৫ থেকে ৬০ টাকা, মিনিকেট ৭৫ থেকে ৮০ টাকা, বিআর২৮ ৬৫ থেকে ৭০ টাকা, নাজিরসাইল ৮০ থেকে ৮৫ টাকা। খোলা বাজারে প্রতি কেজি আটার মূল্য ৪০ থেকে ৪৫ টাকা। ডালের বাজার মুশুরের ডাল ১৩০ থেকে ১৩৫ টাকা, বিদেশী ১০৫ থেকে ১১০ টাকা, খেশারী ৫০ থেকে ৫৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

তেলের বাজার ঃ সয়াবিন ১৭০ থেকে ১৭৫ টাকা, পাম ওয়েল ১৪৫ থেকে ১৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

মাছের বাজার ঃ বাজার ঘুরে দেখা যায়, দেশি রুই ও কাতল (এক থেকে দুই কেজি) ৩২০ থেকে ৩২৫ টাকা, পাংগাস (চাষকৃত) এক থেকে দুই কেজি ১৫০ টাকা থেকে ১৫৫ টাকা, সিলভার কার্প (এক থেকে তিন কেজি) ১৩৫ থেকে ১৪০ টাকা, কৈ (চাষ) ১৫৫ থেকে ১৬০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

মাংস ও ডিমের বাজার : মাংসের এবং ডিমের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে।
কেজি প্রতি গরুর মাংস ৬৮০ থেকে ৭০০ টাকা, মুরগি (দেশি) ৪০০ থেকে ৪১০ টাকা, ব্রয়লার ১৬০ থেকে ১৬৫ টাকায় বিক্রি হয়েছে।
ফার্ম (লাল) ডিম প্রতি হালি ৪২ থেকে ৪৫ টাকায় বিক্রি হয়েছে।
সিদ্ধান্ত : নিয়মিত বাজার মনিটরিং করা হবে। তবে সেটা অত্র কমিটির সকল সদস্যগন পারস্পরিক সমযোতার মাধ্যমে যে কোন ভাবে পারে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : কমিটির সকল সদস্য পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে পালাক্রমে।

কৃত্রিম সংকট ও মজুতদারী সংক্রান্ত :

আলোচনা :

অদ্যকার সভায় কমিটির সদস্য জনাব মোঃ আতাউর রহমান নেকী ও সভাপতি জনাব খাদিজা আক্তার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান জানান গজারিয়া উপজেলায় কোন বাজারে তেমন কৃত্রিম সংকট নেই। বাজার সংশ্লিষ্টরা যাতে ভবিষ্যতে কৃত্রিম সংকট করতে না পারে এ ব্যাপারে সক্রিয়তার বিষয়ে সহমত পোষন করেন।
সিদ্ধান্তঃ কৃত্রিম সংকট ও মজুতদারি বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়ার সাথে সাথে উপজেলা পরিষদকে জানানো হবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : কমিটির সভাপতি মহোদয়।

ভোক্তা অধিকার আইন সংক্রান্ত

আলোচনাঃ

সভায় কমিটির সদস্য সচিব জনাব আবুল কালাম মোহাম্মদ মাহবুবউল্লাহ, উপজেলা সমবায় অফিসার বলেন যে, জনগন ভোক্তা অধিকার আইন বিষয়ে তেমন জানেন না এবং সচেতন নয়। সেজন্য এ বিষয়ে যাতে জনগন জানতে পারে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহনের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় এ আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলি ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

সিদ্ধান্ত : ভোক্তা অধিকার আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলো ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য উপজেলা পরিষদকে অনুরোধ করা হল।
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : কমিটির সভাপতি মহোদয়।

টোল সংক্রান্ত সাইন বোর্ড এর বিষয়ে আলোচনা

আলোচনা :

অত্র কমিটির সভাপতি জনাব খাদিজা আক্তার জানান যে, অত্র উপজেলার কোন বাজারে টোল সংক্রান্ত কোন তালিকা, সাইন বোর্ড দৃশ্যমান জায়গায় ঝুলানো হয়নি। এ বিষয়ে আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় ইজারাদার যেন দৃশ্যমান জায়গায় টোলসংক্রান্ত সাইনবোর্ড টানিয়ে দেয়। এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য উপজেলা পরিষদকে অনুরোধ করা হবে।
সিদ্ধান্ত : দর্শনীয় স্থানে ইজারাদারগন টোলসংক্রান্ত বিল বোর্ড স্থাপন করেন এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য উপজেলা পরিষদকে অনুরোধ করা হবে।
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : কমিটির সভাপতি মহোদয়।
আজকের সভায় আর কোন বিষয়ে আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

সভাপতি

উপজেলা বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, পরিদশন ও নিয়ন্ত্রণ কমিটির সভার কাযবিবরনীঃ

স্থানঃ উপজেলা পরিষদ মিলনায়াতন
তারিখঃ ২৮/০৬/২০২২
সময়ঃ বেলা ১১.০০ টা

ক্রমিক নং-	নাম	পদবী	স্বাক্ষর
০১	জনাব খাদিজা আক্তার	সভাপতি	স্বাক্ষরিত/-
০২	জনাব আতাউর রহমান নেকী	সদস্য	স্বাক্ষরিত/-
০৩	জনাব আবুল খায়ের মোহাম্মদ আলী (খোকন)	সদস্য	স্বাক্ষরিত/-
০৪	জনাব সহিদ মোঃ লিটন	সদস্য	স্বাক্ষরিত/-
০৫	জনাব মিজানুর রহমান প্রধান	সদস্য	স্বাক্ষরিত/-
০৬	জনাব আবুল কালাম মোহাম্মদ মাহবুবউল্লাহ	সদস্য সচিব	স্বাক্ষরিত/-

অদ্যকার সভায় কমিটির সভাপতি খাদিজা আক্তার, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, গজারিয়া উপজেলা পরিষদ এর সভাপতিত্বে আরম্ভ করা হয়।

দ্রব্যমূল্য সংক্রান্ত ঃ

আলোচনা ঃ

সভায় সভাপতি সাহেব জানান যে, কমিটির পর্যবেক্ষণ মোতাবেক দেখা যায়-

খুচরা বাজারে প্রতি কেজি ৫৫-৬০ টাকার নিচে তেমন কোনো কাঁচাপণ্যই পাওয়া যাচ্ছে না। ইদানিং অস্বাভাবিক হারে সবজিপণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় অস্বস্তিতে রয়েছেন ক্রেতারা।

কোনো ভাবেই যেনো স্থিতিশীল হচ্ছে না কাঁচা বাজার। একেক দিনে একেক পণ্যের দাম বেড়েই যাচ্ছে।

সবজির বাজারঃ আলু (সাদা) ২৫ থেকে ৩০ টাকা, বেগুন ৬০ থেকে ৬৫ টাকা, মিষ্টিকুমড়া ৪৫ থেকে ৫০ টাকা, শসা ৫৫ থেকে ৬০ টাকা, ঝিংগা ৫৫ থেকে ৬০ টাকা, কাঁচা পেঁপে ৪০ থেকে ৪৫ টাকা, কচুমুখি ৫০ থেকে ৫৫ টাকা, কচুর লতি ৪৫ থেকে ৫০ টাকা, ধুন্দল ৫৫ থেকে ৬০ টাকা, চিচিংগা ৬০ থেকে ৬৫ টাকা, ঢেরস ৩৫ থেকে ৪০ টাকা, টমেটো ৬০ টাকা থেকে ৬৫ টাকা, করলা ৬০ থেকে ৬৫ টাকা ও প্রতিটি লাউ ৫৫ টাকা থেকে ৬০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

মশলার বাজার ঃ প্রতি কেজি পেঁয়াজ (দেশী) ৫০ থেকে ৫৫ টাকা, আমদানিকৃত ৪০ থেকে ৪৫ টাকা, রসুন (দেশী) ৮০ থেকে ৮৫ টাকা, আমদানিকৃত ৯০ থেকে ৯৫ টাকা, শুকনামরিচ ১৬৫ থেকে ১৭০ টাকা, আমদানিকৃত আদা ১০০ থেকে ১১০ টাকা।

চালের বাজার ঃ চালের বাজার পূবের তুলনায় একটু বেশী আছে। প্রতি কেজি মোটা চাল বিক্রি হচ্ছে ৬০ থেকে ৬৫ টাকা, মিনিকেট ৮০ থেকে ৮৫ টাকা, বিআর২৮ ৬৫ থেকে ৭০ টাকা, নাজিরসাইল ৯০ থেকে ৯৫ টাকা। খোলা বাজারে প্রতি কেজি আটার মূল্য ৪৫ থেকে ৫০ টাকা। ডালের বাজার মুশুরের ডাল ১৩৫ থেকে ১৪০ টাকা, বিদেশী ১১০ থেকে ১২০ টাকা, খেশারী ৫৫ থেকে ৬০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

তেলের বাজার ঃ সয়াবিন ১৯৫ থেকে ২০০ টাকা, পাম ওয়েল ১৭০ থেকে ১৭৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

মাছের বাজার ঃ বাজার ঘুরে দেখা যায়, দেশি রুই ও কাতল (এক থেকে দুই কেজি) ৩১৫ থেকে ৩২০ টাকা, পাংগাস (চাষকৃত) এক থেকে দুই কেজি ১৫০ টাকা থেকে ১৫৫ টাকা, সিলভার কার্প (এক থেকে তিন কেজি) ১৪০ থেকে ১৪৫ টাকা, কৈ (চাষ) ১৬০ থেকে ১৬৫ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

মাংস ও ডিমের বাজার ঃ মাংসের এবং ডিমের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে।

কেজি প্রতি গরুর মাংস ৬৮০ থেকে ৭০০ টাকা, মুরগি (দেশি) ৪৪০ থেকে ৪৫০ টাকা, ব্রয়লার ১৬০ থেকে ১৬৫ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

ফার্ম (লাল) ডিম প্রতি হালি ৪০ থেকে ৪২ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ নিয়মিত বাজার মনিটরিং করা হবে। তবে সেটা অত্র কমিটির সকল সদস্যগন পারস্পারিক সমঝোতার মাধ্যমে যে যেমন ভাবে পারে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঃ কমিটির সকল সদস্য পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে পালাক্রমে।

কৃত্রিম সংকট ও মজুতদারী সংক্রান্ত ঃ

আলোচনা ঃ

অদ্যকার সভায় কমিটির সদস্য জনাব মোঃ আতাউর রহমান নেকী ও সভাপতি জনাব খাদিজা আক্তার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান জানান গজারিয়া উপজেলায় কোন বাজারে তেমন কৃত্রিম সংকট নেই। বাজার সংশ্লিষ্টরা যাতে ভবিষ্যতে কৃত্রিম সংকট করতে না পারে এ ব্যাপারে সক্রিয়তার বিষয়ে সহমত পোষন করেন।

সিদ্ধান্তঃ কৃত্রিম সংকট ও মজুতদারি বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়ার সাথে সাথে উপজেলা পরিষদকে জানানো হবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঃ কমিটির সভাপতি মহোদয়।

ভোক্তা অধিকার আইন সংক্রান্ত

আলোচনাঃ

সভায় কমিটির সদস্য সচিব জনাব আবুল কালাম মোহাম্মদ মাহবুবউল্লাহ, উপজেলা সমবায় অফিসার বলেন যে, জনগণ ভোক্তা অধিকার আইন বিষয়ে তেমন জানেন না এবং সচেতন নয়। সেজন্য এ বিষয়ে যাতে জনগন জানতে পারে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহনের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় এ আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলি ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ ভোক্তা অধিকার আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলো ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য উপজেলা পরিষদকে অনুরোধ করা হল।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঃ কমিটির সভাপতি মহোদয়।

টোল সংক্রান্ত সাইন বোর্ড এর বিষয়ে আলোচনা

আলোচনা ঃ

অত্র কমিটির সভাপতি জনাব খাদিজা আক্তার জানান যে, অত্র উপজেলার কোন বাজারে টোল সংক্রান্ত কোন সাইনবোর্ড দৃশ্যমান জায়গায় ঝুলানো হয়নি। এ বিষয়ে আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় ইজারাদার যেন দৃশ্যমান জায়গায় টোলসংক্রান্ত সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দেয়। এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য উপজেলা পরিষদকে অনুরোধ করা হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ দর্শনীয় স্থানে ইজারাদারগন টোলসংক্রান্ত বিল বোর্ড স্থাপন করেন এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য উপজেলা পরিষদকে অনুরোধ করা হবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঃ কমিটির সভাপতি মহোদয়।

আজকের সভায় আর কোন বিষয়ে আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

সভাপতি